# সাধন-গীতি।

[ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ধর্ম্মসঙ্গীতাবলী ]

হেয়ার ও হিন্দুস্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধানতম সংস্কৃত শিক্ষক

এবং

কলিকাতা সেণ্ট্র্যাল কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক

**পণ্ডিতবর ৺শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়**

বিরচিত।

---

কলিকাতা রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ ও প্রধানতম

পণ্ডিতবর শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল,

ও

কলিকাতা সেণ্ট্র্যাল কলেজের গণিত ও বিজ্ঞানাধ্যাপ

শ্রীঅনাথনাথ পালিত এম্, এ,

বিরচিত-ভূমিকা-সম্বলিত।

১৩০৭ সাল, আষাঢ়।

মূল্য ।০ আনা।

কলিকাতা,

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্‌ প্রেসে
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা সেণ্ট্র্যাল কলেজভুক্ত শ্যামাচরণ-স্মৃতি-সভাসংশ্লিষ্ট
কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির
সম্পাদক
।অনাথনাথ পালিত কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

# বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা হেয়ার ও হিন্দুস্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধানতম সংস্কৃত শিক্ষক, প্রেসিডেন্সি কলেজের অস্থায়ি-সহকারি-সংস্কৃতাধ্যাপক এবং সেণ্ট্র্যাল কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক শিবপুরনিবাসী পণ্ডিতবর শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিগত ৭ই চৈত্র পরলোক গত হন। সেণ্ট্র্যাল কলেজের উন্নতিকল্পে তিনি জীবনের শেষ ছয় বৎসর যেরূপ কঠোর-পরিশ্রম-সহকারে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, শিক্ষক ও অধ্যাপকমণ্ডলীকর্ত্তৃক তাঁহার স্মৃতিচিহ্নসংরক্ষণ অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচিত হয়। এতদুদ্দেশ্যে বিগত ১৩ই চৈত্র সেণ্ট্র্যাল কলেজ-ভবনে যে শোক-সভা আহূত হয়, তৎসংশ্লিষ্ট কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করেন, যে, উক্ত বিদ্যামন্দিরে পণ্ডিত মহাশয়ের একখানি প্রতিমূর্ত্তি-রক্ষা ও সভার ব্যয়ে তল্লিখিত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ধর্ম্মসঙ্গীতাবলী-প্রকাশ সুষ্ঠু ও শ্রেয়ঃকল্প। উক্ত সঙ্গীতাবলী "সাধন-গীতি" নামে প্রকাশিত হইল। ইহার বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ দ্বারা পণ্ডিত মহাশয়ের নিঃস্ব পরিবারবর্গকে সাহায্য করা এই পুস্তক প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য। পণ্ডিত মহাশয়ের সহস্র সহস্র ছাত্রবর্গ বিদ্যমান আছেন ; এই ক্ষুদ্র গীতিপুস্তকক্রয়ই পরলোকগত মহাত্মার প্রতি তাঁহাদিগের কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনের এক্ষণে একমাত্র উপযুক্ত অবসর। এই অবসরে তাঁহাদিগের সহানুভূতি প্রার্থনীয়। গুণগ্রাহি-সুধী-জন-কর্ত্তৃক সাধন-গীতি সম্যক্ আদৃত হইলে, আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে ইতি।

কলিকাতা,
সেণ্ট্র্যাল কলেজ।
আষাঢ়, ১৩০৭ সাল।

সেণ্ট্র্যাল-কলেজ-ভুক্ত শ্যামাচরণ-স্মৃতি-সভার
কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সম্পাদক
শ্রীঅনাথনাথ পালিত।

# উৎসর্গ-পত্র।

যিনি সুখে, দুঃখে পণ্ডিত মহাশয়ের সমভাগিনী ছিলেন,

যিনি ধর্ম্ম-জীবনের উন্নতি-সাধনে তাঁহার

সহায়তা করিতেন,

সেই জননী-সদৃশী পূজনীয়া গুরুপত্নীদেবীর

কর-কমলে

তাঁহার স্বর্গীয় স্বামিদেববিরচিত

সাধন-গীতি-পুস্তিকা

পণ্ডিত মহাশয়ের হেয়ার স্কুলস্থ ভূতপূর্ব্ব ছাত্র

এবং

সেণ্ট্র্যাল কলেজের সহযোগি-অধ্যাপক

শ্রীঅনাথনাথ পালিত কর্ত্তৃক

যথোচিত ভক্তি-সহকারে উপায়নীকৃত হইল।



# সাধন-গীতি।

## ভূমিকা।

### শ্যামাচরণ-চরিত।

পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীতীরে হাবড়া জেলার অন্তঃপাতী শিবপুর-গ্রামে ইংরাজী ১৮৩৫ সালে ৺কালীকুমার মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামাচরণ জন্মগ্রহণ করেন। কালীকুমার মুখোপাধ্যায় শিবপুর বোট্যানিকাল গার্ডেনের হেড্ ক্লার্ক ছিলেন। শিবপুরগ্রামে ইহার যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। ইহার দ্বিতীয় পুত্র হেমচন্দ্র একজন গণ্য মান্য ডাক্তার; তৃতীয় অন্নদাচরণ বেঙ্গল সেক্রেট্যারিয়েটের Revenue Departmentএর একজন Assistant; চতুর্থ অম্বিকাচরণ একজন উৎকৃষ্ট চিত্রকর এবং

Surveyor General's Officeএর senior native artist; সর্ব্বকনিষ্ঠ ৺তুলসীদাস একজন খ্যাতনামা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন; ১৮৯০ সালে অশ্বারোহণে রাজকীয় কার্য্য পরিদর্শনকালে সহসা নদীগর্ভে নিমগ্ন হইয়া মানবলীলা সংবরণ করেন।

বাল্যজীবন

যে সকল লোক ভবিষ্যতে প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া খ্যাত হন, তাঁহাদিগের বাল্যজীবনের কার্য্য-পরম্পরা লক্ষ্য করিলে তাহার কিছু না কিছু আভাস পাওয়া যায়। কি বিদ্যার্জ্জনে, কি বুদ্ধিসঞ্চালনে কোন না কোন বিষয়ে তাঁহাদের মহীয়সী প্রতিভা বাল্যজীবনে অঙ্কুরিত দেখা যায়। শ্যামাচরণের বিদ্যানুরাগ বাল্যজীবন হইতে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। দেশীয় প্রথানুসারে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে, তিনি পাঠশালায় অধ্যয়ন কালে একদিন লিখিবার জন্য ব্যবহার্য্য তালপত্র পরিষ্কারের উপযোগী ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডের অভাবে পরিহিত নববস্ত্রের অঞ্চল ছিন্ন করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। অধুনাতন ভদ্রসন্তানেরা গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ করার প্রয়োজনীয়তা দেখেন না। কিন্তু আমরা যে সময়ের অবতারণা করিতেছি, তখন এ দেশে এত শিক্ষাবিস্তার হয় নাই; তখন প্রতি পল্লীতে একটি দুইটি বা ততোঽধিক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। এখন পাঠশালার কথা দূরে থাকুক—কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত গ্রামসমূহে যে দুই একটি গবর্ণমেণ্ট সাহায্য-প্রাপ্ত মধ্য-বাঙ্গালা ও মধ্য-ইংরাজি বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় উচ্চ-জাতীয় বালকের সংখ্যা অল্প। যাহা হউক এ বিষয়ের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। পাঠশালায় শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, শ্যামাচরণ

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে শিক্ষার্থিরূপে প্রবেশ করেন। তাঁহার পিতা নিজ পুত্রদিগের শিক্ষাবিষয়ে তাহাদের রুচির অনুবর্ত্তী ছিলেন; শ্যামাচরণের বাল্যকাল হইতে সংস্কৃত ভাষায় অনুরাগ ছিল বলিয়া, তিনি সংস্কৃত কলেজই পুত্রের শিক্ষার উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিয়াছিলেন। এই বিদ্যামন্দিরেই তাঁহার ভবিষ্য জীবন গঠিত হইয়াছিল। বলবতী জ্ঞানপিপাসা এবং অমিত অধ্যবসায় এতদুভয়ের সমবায় ব্যতীত কেহ কখন প্রভূত জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারেন না। শ্যামাচরণের নিকট ইহাদের কোনটিরই অভাব ছিল না; সুতরাং তিনি যে অচিরে দুরূহ সংস্কৃতশাস্ত্রে অভিজ্ঞতালাভে পারদর্শী হইয়াছিলেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? ইনি সাহিত্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়, ভরত শিরোমণি, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ও প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রভৃতি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকগণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। কলেজ পরিত্যাগ কালে ইনি সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহামনা ই, বি, কাওয়েলের নিকট পারিতোষিকস্বরূপ পাঁচ বৎসরের জন্য একটি উচ্চ বৃত্তি ( Senior Scholarship ) প্রাপ্ত হন। কিন্তু দুরবগাহ সংস্কৃতশাস্ত্রসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া তাঁহার জ্ঞানতৃষাশান্তি হইল না—তিনি ইংরাজী শাস্ত্রের রহস্যভেদে উৎসুক হইলেন। এক ভাষায় ব্যুৎপত্তি হইলে ভাষান্তর শিক্ষা অতি সুগম হইয়া পড়ে। শ্যামাচরণ ১৮৫৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ইহাতেই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। B. A. পরীক্ষার নিমিত্ত তিনি প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা তত উন্নত না হওয়ায়, তাঁহাকে অগত্যা অধ্যয়নসমাপন করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।

অর্থোপার্জ্জন দ্বারা পিতাকে সাহায্য করা নিতান্ত অনিবার্য্য দেখিয়া, অগত্যা তাঁহাকে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যার উচ্চতর সোপান-আরোহণ হইতে নিরস্ত হইতে হইয়াছিল। সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে এইরূপে দৈন্য-পীড়িত হইয়া কতলোকেরই বিকাশোন্মুখী প্রতিভা অকাণ্ডে প্রতিহত হয়। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার বিধান কি মঙ্গল নিদান নহে? একটু নিবিষ্টচিত্তে অনুধ্যান করিলে বোধ হইবে যে, আপাততঃ যদিও এইরূপ ঘটনা আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে অপ্রীতিকর বোধ হয়, ইহার মূলে মঙ্গল বীজ নিহিত আছে। যদি শ্যামাচরণের B. A. পরীক্ষাদানে ব্যাঘাত না ঘটিত, তিনি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া হয়ত ব্যবহারাজীবের কার্য্য অবলম্বন করিয়া প্রভূত ধনরাশি সঞ্চয় করিতে পারিতেন; কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়িয়া তিনি জীবনে যে মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন—চত্বারিংশদ্বর্ষাধিক কাল কত সহস্র সহস্র যুবকের নৈতিক ও ধর্ম্মজীবন সংগঠিত করিয়াছিলেন; যিনি বিদ্যা, ধর্ম্ম, নীতি বিষয়ে তাহাদিগের উন্নতি দেখিলে আপনাকে লক্ষাধিকমুদ্রাধিপেরও অপেক্ষা গৌরবান্বিত মনে করিতেন, সেই মহাপুরুষ শ্যামাচরণ ঈশ্বরের চক্ষে অন্য মনুষ্য অপেক্ষা কত উচ্চতর আসনে সমাসীন ছিলেন. তাহা সুধীজনের বিচার্য্য। অতএব দুর্দ্দৈববশতঃ অসম্পূর্ণ অবস্থায় তাঁহার ইংরাজীশিক্ষাসমাপন আপাত-অপ্রীতিকর হইলেও যে পরিণামশুভমূলক হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

শিক্ষক-জীবন

শিক্ষকজীবনে দায়িত্ব অতি গুরুতর। শিক্ষকের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে দুইটি বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য থাকা উচিত:—প্রথমটি—শিক্ষার্থীর, ধারণাশক্তি-উপলব্ধি, যাহার ধারণা যে পরিমাণ আছে,

তাহাকে সেই ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে কারণ ধারণা করিতে না পারিলে শিক্ষার ফলোপধায়কতা নাই; দ্বিতীয়টি—ছাত্রগণের ভবিষ্যজীবন গঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব। এই দায়িত্বের মাত্রা শিক্ষা-প্রণালী-সাপেক্ষ। আমাদের দেশে ইংরাজীশিক্ষাবিস্তারের পূর্ব্বে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত ছিল—যাহার কিছু কিছু চিহ্ন চতুষ্পাঠী সমূহে আজিও বিরাজিত আছে এবং সুসভ্য ইউরোপখণ্ডে যে বোর্ডিং সিষ্টেম্ প্রকৃষ্ট শিক্ষাপ্রণালী বলিয়া পরিগণিত হয়—সেই শিক্ষা-প্রণালী অনুসারে গুরুসন্নিধানে ছাত্রগণের সর্ব্বদা অবস্থিতি-নিবন্ধন তাঁহার চরিত্র-প্রভাব ছাত্রগণের ভবিষ্যজীবনগঠনে সম্যক্ সহায়তা করে; সুতরাং এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীতে ছাত্রচরিত্রগঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব সম্পূর্ণ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু অধুনাতন আমাদের দেশে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত, তাহাতে ছাত্রের সহিত শিক্ষকের সম্পর্ক প্রত্যহ ৫।৬ ঘণ্টাকাল পরিমিত, সুতরাং ছাত্র-চরিত্রোৎকর্ষসাধনে শিক্ষকের অবসর অতি অল্প এইজন্য চতুষ্পাঠী অথবা বোর্ডিং সিষ্টেমের শিক্ষকের অপেক্ষা এই প্রণালীর শিক্ষকের ছাত্রচরিত্রগঠনে দায়িত্ব অনেক ন্যূন। এইরূপ স্থলে গৃহে জনক-জননী নীতিগর্ভ উপদেশ এবং স্ব স্ব চরিত্রপ্রভাব দ্বারা সুকুমার-মতি বালকের চিত্তে জ্ঞান ও ধর্ম্ম বীজ বপন না করিলে, শিক্ষকের যত্ন বিফল হইবে। যে শিক্ষক পূর্ব্বলিখিত লক্ষ্যদ্বয়কে সম্মুখে রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন, তিনিই যুবকগণের প্রকৃষ্ট নেতা। এইরূপ নেতার অভাবেই অধুনাতন অনেক বালককে ভবিষ্য জীবনে উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযতচিত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। শিক্ষা-দানকালে পণ্ডিত শ্যামাচরণের ঐ দুইটি কর্ত্তব্য বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য থাকিত। ইনি শিক্ষাসমাপনা করিয়া Military Accounts

Officeএ একটি কেরাণীপদ প্রাপ্ত হন; কিন্তু অপ্রীতিকর বোধ হওয়ায় শীঘ্র উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করেন। তৎপরে হিন্দুস্কুলের দ্বিতীয় সংস্কৃত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। অতি দক্ষতার সহিত কার্য্য করায় তিনি হিন্দুকলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ সাট্‌ক্লিফ্ সাহেবের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ক্রমে ইনি হিন্দুস্কুলের প্রথম পণ্ডিতের পদে এবং তৎপরে ১৮৮৩ সালে হেয়ার স্কুলের প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদে উন্নীত হন। ১৮৯৪ সাল যাবৎ উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৭৭, ১৮৭৮, ১৮৮১, ১৮৯৩ সালে তিনি অস্থায়িভাবে প্রেসিডেন্সি কলেজের সহকারিসংস্কৃতাধ্যাপকের কার্য্য কিয়ৎ-কালের জন্য করিয়াছিলেন। হেয়ার, হিন্দুস্কুল এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনি যে সকল ভদ্র সন্তানের শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই এখন প্রতিষ্ঠাবান্, কৃতী এবং গণ্য মান্য হইয়াছেন। কত সিভিলিয়ান, ব্যারিষ্টার, উকিল, এটর্ণি ইঁহার ছাত্র; ইঁহাদের আবার পুত্রেরা ইঁহার নিকট শিক্ষা পাইয়াছে। সুতরাং তিনি বঙ্গের সম্ভ্রান্তবংশীয় জনগণের দুই পুরুষের শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থাকিয়া সকলেরই যথেষ্ট সম্মান-ভাজন হইয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ সি, এইচ্ টনি সাহেব ১৫ বৎসর কাল যাবৎ তাঁহার নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। ইনি পণ্ডিত মহাশয়কে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন। স্বদেশপ্রত্যাগত টনি সাহেব ইংলণ্ড হইতে পণ্ডিত মহাশয়কে যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহাতে তাঁহাকে My Dear Guru বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ভারতবর্ষে পুনরাগমন করিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিবার বড় ইচ্ছা এইরূপ

ভাবও ২।৩ থানি পত্রে ব্যক্ত করেন। টনি সাহেবের সহিত পণ্ডিত মহাশয়ের এরূপ ঘনিষ্ঠ-সদ্ভাব-সংঘটনের মূল কারণ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদক্ষ Assistant Registrar রায় বাহাদুর ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের পুস্তকাগারের অধ্যক্ষতাকার্য্যকালে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরই উদ্যোগে টনি সাহেব পণ্ডিত শ্যামাচরণকে গুরুপদে. নিযুক্ত করেন। যাহা হউক রাজকীয় শিক্ষা বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াই পণ্ডিত মহাশয় শিক্ষাদানে নিরস্ত হইলেন না। তাঁহার অধ্যবসায় অপরিসীম। খ্যাতনামা দর্শনাধ্যাপক বাবু ক্ষুদিরাম বসু-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা সেণ্ট্রাল কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় উৎসাহিত হইয়া কলেজের স্বত্বাধিকারী মহাশয় উহাকে প্রথমশ্রেণীর কলেজে পরিবর্দ্ধিত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষাদানপ্রকর্ষের নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, যে, এফ্ এ ও বি এ সংস্কৃত পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য সেণ্ট্রাল কলেজের ছাত্রের সংখ্যা অতি অল্প হইত—এমন কি দুই এক বৎসর বি এ পরীক্ষার Cross-listএ সংস্কৃতে দুই একটি বই cross দেখা যাইত না। সেণ্ট্রাল কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে মৃত্যুর চারি পাঁচ দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি যেরূপ কঠোর পরিশ্রমের সহিত কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কি ছাত্রবর্গ কি সহযোগী অধ্যাপকমণ্ডলী সকলেরই যথেষ্ট ভক্তিভাজন হইয়াছিলেন। এখানে অধ্যাপনাকালে তাঁহাকে বৃদ্ধ বয়সে কিরূপ শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইত, তাহা শুনিলে চমকিত হইতে হয়। শিবপুর আবাস-ভবন হইতে তিনি পদব্রজে গঙ্গাতীরে আসিতেন, গঙ্গাপার হইয়া অপরকূল

হইতে ট্রামযোগে কার্য্যস্থানে উপনীত হইতেন; কিন্তু এরূপ কায়িকশ্রমসাধ্য কার্য্য সত্ত্বেও কলেজে আসিতে বিলম্ব করিতে প্রায় তাঁহাকে কখনই দেখা যাইত না। ব্যাকরণের দুরূহ ও জটিল অংশ সকল সরল ব্যাখ্যা দ্বারা তরুণবয়স্ক বালকদিগের বোধগম্য করিবার জন্য তিনি যেরূপ আয়াস স্বীকার করিতেন, তাহা তাঁহার ছাত্রেরা সম্যক্ অবগত আছে। অবশ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধুনাতন প্রবেশিকা অথবা এফ্ এ পরীক্ষার সংস্কৃত প্রশ্নের উত্তর করিবার জন্য সামান্য ব্যাকরণজ্ঞানই যথেষ্ট—পঠিত অংশের ব্যাখ্যা ও ইংরাজী অনুবাদ করিতে পারিলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় সুতরাং পরীক্ষার্থীরা নীরস ব্যাকরণের রহস্যউদ্ভেদে কেন বৃথা মস্তিষ্কচালনা করিবে? কিন্তু ছাত্রদিগের মনে যাহাতে সংস্কৃত-ভাষার ভিত্তি সংস্থাপিত হয়, তদর্থে তিনি কত সাধ্য-সাধনা করিতেন; কতকগুলি অপরিণামদর্শী বালকের নিকট অরুচিকর ঔষধের ন্যায় তাঁহার ব্যাকরণঘটিত উপদেশগুলি নিশ্চয়ই অপ্রীতিকর হইত; সুতরাং তাহারা তাঁহার উপদেশে যথোচিত মনঃ-সন্নিবেশ করিত না—তাহারা এখন বুঝিতে পারিতেছে যে তাহাদিগের কিরূপ হিতৈষী বন্ধু হারাইয়াছে। ছাত্রগণ ব্যাকরণের দুরূহ প্রশ্নের সন্তোষপ্রদ উত্তর দিতে পারিলে তিনি কি অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিতেন। তাঁহার কোন এক প্রিয় ছাত্রের কোন সংস্কৃত পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর ভ্রমশূন্য ও সুলিখিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি তৎপাঠে এতদূর সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন যে ক্ষীরখণ্ড আস্বাদন করিলাম বলিয়াছিলেন। তিনি ছাত্রদিগকে প্রায়ই বলিতেন, যে লক্ষমুদ্রাপ্রাপ্তি অপেক্ষা ছাত্রদিগের উন্নতিদর্শনে আমি অধিকতর প্রীতি প্রাপ্ত হই। ধন্য পণ্ডিত শ্যামাচরণ! ধন্য

আপনার শিক্ষাদানব্রত! আদর্শ শিক্ষকের কার্য্য আপনার জীবনী পাঠে যথেষ্ট শিক্ষা করা যায়। প্রকৃষ্ট শিক্ষা-প্রণালীর পুরস্কার স্বরূপ তিনি ১৮৭৯ হইতে ১৮৮২ এবং ১৮৯৫ হইতে ১৮৯৮ সাল এই কয়বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষার পরীক্ষক এবং ১৮৯৯, ১৯০০ দুই বৎসর এফ্ এ পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েন। কিন্তু হায়! "নৃশংস কালের কি লীলা! এ বৎসর এফ্ এ সংস্কৃত পরীক্ষার পূর্ব্ব-দিনেই গতাসু হইলেন।

**ধর্ম্মজীবন**

মনুষ্য জীবনের পারমার্থিক উন্নতির সোপান—ধর্ম্ম। ধর্ম্মার্জ্জন বিনা কেহ আত্মার উন্নতি করিতে পারে না। মনুষ্যের প্রধান গুণ ধর্ম্ম। ঈশ্বরে বিশ্বাস সকল ধর্ম্মেরই ভিত্তিস্বরূপ। আমাদের দেশে অধুনাতন ধর্ম্মোপদেশ দিতে, ধর্ম্মান্দোলনে মাতিতে, বাহ্যক্রিয়াকলাপানুষ্ঠান করিতে অনেককে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মজীবন কয়জনের আছে? ভগবানে সরল বিশ্বাসই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ; অতএব ধর্ম্ম—হৃদয়ের বস্তু, বাহিরের নহে। বাহ্যাড়ম্বর বর্জ্জন করিয়া, বাহ্যানুষ্ঠান তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া যথেষ্ট ধর্ম্মোপার্জ্জন করা যায় ধর্ম্মের এই মূলতত্ত্বটি আমাদের দেশের অনেকের চিত্ত হইতে অপসৃত হইয়া যাইতেছে। আমি ইংরাজীশিক্ষিত যুবকদিগের কথা বলিতেছি না। তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা ধর্ম্মের কথা কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইতে চাহেন না; তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তর্কের কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না অতএব ঐরূপ তর্ক ত্যাগ করিয়া লৌকিক ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকা ভাল।

"Know *thyself* presume not God to scan
The proper study of mankind is man.

পোপ্‌রচিত এই পংক্তিদ্বয় পাঠ করিয়াছি বলিয়া কি ধর্ম্মচিন্তায় বিরত থাকিতে হইবে? আবার তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্ব-প্রমাণে অসমর্থ হইয়া, বিজ্ঞানের বলে জড় প্রকৃতি হইতে জগতের স্থষ্টি হইয়াছে এই মতের পোষকতা করেন। অতএব তাঁহাদের বিষয় ত্যাগ করিয়া সাধারণ লোকের ধর্ম্মমত আলোচনা করা গেল। আমার মত এই যে, ঈশ্বরে অকপট বিশ্বাসের অভাবই আমাদের অবনতির কারণ। অবশ্য ধর্ম্মসাধনের দুইটি অঙ্গ আছে। একটি চিত্তগত, অপরটি অনুষ্ঠান-গত। প্রথমটি ধর্ম্মসাধনের ভিত্তি, দ্বিতীয়টি প্রথমের সহকারী। প্রথমটি—নিবিষ্ট চিত্তে নির্জ্জনে আরাধনা, দ্বিতীয়টি—কতকগুলি বাহ্যানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তকে ঈশ্বরানুধ্যানে প্রবর্ত্তন। অশিক্ষিত চঞ্চল হৃদয়কে আরাধনাক্ষম করিতে দ্বিতীয়টির যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। প্রথমটি যেন হস্ত—দ্বিতীয় তাহার অঙ্গুলিনিচয়। দুইটির সমবায়ব্যতীত কার্য্যসিদ্ধি হয় না। কিন্তু হায়! আমাদের দুর্দ্দৈববশতঃ সাধারণের চক্ষে ধর্ম্ম ভক্তিগত না হইয়া অনুষ্ঠানাত্মক হইয়াছে। কি পরিতাপের বিষয় যে রত্নপ্রসূ ভারতভূমে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য, শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষকে ধর্ম্মজগতের শীর্ষস্থানীয় করিয়াছিলেন, আজ কিনা তথায় কতকগুলা অনুষ্ঠান আসিয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্মের সিংহাসন অধিকার করিয়াছে। জানিনা—আবার কত যুগ যুগান্তরে কোন্ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া অনুষ্ঠানবশীভূত অন্ধতমসাচ্ছন্ন আমাদের চিত্তে বিশুদ্ধ ধর্ম্মজ্যোতিঃ বিকীরণ করিবেন। আমি অবশ্য বলিতেছি না, যে, অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়—অনুষ্ঠান বিনা নীরস ধর্ম্মভাব সরস হয় না। Form and spirit must go hand in hand.

পণ্ডিত মহাশয়ের অকপট ধর্ম্মভাব তাঁহার সকল কার্য্যেই প্রতিফলিত হইত। কি শিক্ষাদানে, কি কথোপকথনে, কি সঙ্গীত রচনায় সকল বিষয়েই ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার রচিত অপ্রকাশিত সঙ্গীতরত্নসমূহ তাঁহার গভীর ভাবুকতা ও ধর্ম্মানুরাগের প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্থল। প্রতিবৎসর ৺শারদীয়াপূজার মহানবমীর দিনে পুত্র-পৌত্র-ভ্রাতৃ-প্রভৃতি সমবেত হইয়া তানলয়-যুক্তস্বরে এরূপ মনোমুগ্ধকর ভাবে স্বরচিত দুর্গাস্তোত্র আবৃত্তি করিতেন, যে, পূজাদর্শনাগত পল্লীস্থজনগণ যেন ক্ষণকাল আত্মবিস্মৃত হইয়া ভাবে গদ গদ হইতেন। অতৃপ্ত ধর্ম্মপিপাসায় আকুল হইয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরস্থ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। শিশুসুলভসারল্যপূর্ণ রামকৃষ্ণদেবের নিকট মহাত্মা কেশবচন্দ্র প্রমুখ অনেকেই ধর্ম্মতত্ত্বালোচনে যাইতেন। ভগবৎ-প্রেমাকুল শ্যামাচরণ পরমহংসদেবের সহিত প্রথম সাক্ষাতেই জিজ্ঞাসা করিলেন "দেব! ভগবান্‌কে দেখিতে পাইলে কিরূপ আনন্দ অনুভব করা যায়?"* সরল রামকৃষ্ণদেব সরলভাবে উত্তর দিলেন "স্ত্রী স্বামিসন্দর্শনে যেরূপ"। কি গভীর ভাব! এই ভাবেরই বিকাশ বিশ্বজনীন প্রেম—এই বিশ্বজনীন প্রেম করিতে পারিলেই ত ঈশ্বরে প্রেম করা হইল। স্বামিসন্দর্শনসম্ভূত যে আনন্দ তাহা অনির্ব্বচনীয়; ঈশ্বর সাক্ষাৎকারেও তাহাই। পাঠক! দেখুন দেখি এইরূপ প্রশ্ন কয়জনে করিয়া থাকে? অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় ধর্ম্মস্রোতঃ যেন হৃদয়ে গুপ্তভাবে নিহিত ছিল—সাধু পরমহংসদেবের সন্দর্শনে সেই স্রোতঃ যেন স্বতঃ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। সাধু শ্যামাচরণ জিজ্ঞাসিলেন—ঈশ্বরসন্দর্শনে কিরূপ

* ৺ রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনচরিত ১৭০ পৃষ্ঠা।

আনন্দ? উত্তরকালে সেণ্ট্র্যাল কলেজে অধ্যাপনাকালে কোন এক ছাত্র এই প্রসঙ্গের উত্থাপনা করিলে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন "এমন সাধুসঙ্গ আর জীবনে ঘটিবে না।" ধন্য দেব! ধন্য তোমার ধর্ম্মজীবন! তুমি যে দেবলোকে থাক না কেন, তথা হইতে আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার ছাত্রগণ তোমার ধর্ম্মোপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া আপনাদের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে অগ্রসর হয়।

সঙ্গীত-রচনা

সঙ্গীত-রচনায় তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তল্লিখিত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সঙ্গীতনিচয় পাঠ করিলে পাঠকের মনে তাঁহার গভীর ভাবুকতা, তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্ম্মানুরাগ স্বতঃই প্রকটিত হইবে। সংসারের অসারত্ব সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়ে জাগরুক থাকিত তাই তিনি আপন মনে স্বরচিত গীতটি গাইতেন:—

"এমন দিন কি আমার হবে।
আমার কালী ব'লে প্রাণ যাবে॥"

সঙ্গীতনিচয়ে শব্দবিন্যাসে তিনি তাঁহার প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। দুর্গাস্তোত্র ও শিবস্তোত্র ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্থল। যে দিন তারকেশ্বরের রেলপথ নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইয়া যাত্রিগণের গমনের সুবিধা হয়, সেই দিন ইনি স্বদলে স্বরচিত "তারকনাথের জয়" শীর্ষক গীত গাহিতে গাহিতে রেলপথে তারকেশ্বরে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য মোহন্তের নিকট যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, একবার কোন স্থানে ৺ মাইকেল মধুসূদন বিরচিত কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয় হয়; তিনি উক্ত অভিনয়কার্য্যে কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিনয়কালে নির্দ্দিষ্ট অভিনয়াংশের কোন স্থান ভুলিয়া যাওয়ায়, রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া অপ্রতিভ না হইয়া নিজরচনা দ্বারা বিস্মৃত অংশের

পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে পণ্ডিত শ্যামাচরণের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া, অভিনয়স্থলে উপস্থিত কবি বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যে, তাঁহার অপেক্ষা পণ্ডিত শ্যামাচরণের রচনা সুন্দরতর হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তিনি স্বগ্রামে যাত্রা, বাউল প্রভৃতিতে গান বাঁধিয়া দিতেন। একবার তিনি ডুমরাঁওএর মহারাজের যশোগীতিমূলক কবিতা রচনা করিয়া শতমুদ্রা পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

সৌজন্য

মনুষ্যের যে সকল গুণ থাকিলে, সহজে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারা যায়, সৌজন্য তাহাদের মধ্যে প্রধান। এই গুণ না থাকিলে, কেহ প্রিয়ভাষী ও সামাজিক হইতে পারে না। লোক বিদ্বান্ই হউন, আর ধনবান্ই হউন, সৌজন্য না থাকিলে সাধারণের প্রিয় হইতে পারিবেন না। একজন ভদ্রলোকের অপরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, নমস্কার-কুশল-প্রশ্নজিজ্ঞাসা প্রভৃতি যে সকল রীতি সভ্যসমাজে প্রচলিত আছে, সে সকল সৌজন্যেরই চিহ্ন। যাঁহার এই গুণের অভাব তিনি ভদ্রসমাজের অযোগ্য। এই সৌজন্য পণ্ডিত মহাশয়ে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এতৎসম্বন্ধে সেণ্ট্র্যাল কলিজিয়েট স্কুলের প্রধান সংস্কৃত শিক্ষক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন, যে, তাঁহার সহিত পণ্ডিত মহাশয়ের সাক্ষাৎ হইলে তিনি পণ্ডিত মহাশয়কে অগ্রে নমস্কার করিবেন কি না, এই বিষয় ভাবিয়া নির্ণয় করিবার পূর্ব্বেই পণ্ডিত শ্যামাচরণ তাঁহাকে নমস্কার করিতেন। কবিভূষণ মহাশয় স্থির করিতে পারিতেন না, যে, যে ব্যক্তি বিদ্যা-সম্মান প্রভৃতিতে তাঁহা অপেক্ষা উন্নত; বয়সের কথা ত ধর্ত্তব্য নহে—তাঁহার পিতা অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ এরূপ লোক তাঁহাকে অগ্রে

নমস্কার করিয়া ফেলিলেন—তিনি স্বয়ং ত পারিলেন না। ইহার কারণ এই যে, তাঁহার সৌজন্য অলোকসামান্য। আমার মতে এই সৌজন্য তাঁহার সরল-ধর্ম্ম-বিশ্বাস-প্রসূত। তাঁহার এই বয়ঃ-পার্থক্যরহিত নিরপেক্ষ দেবতুল্য ভাব, কপটতাবর্জ্জিত আলাপ নিশ্চয়ই তাঁহার সরল ঈশ্বরপ্রেমের ফলস্বরূপ। হিতোপদেশকার বলিয়া গিয়াছেন :—

"সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোপমে
কাব্যামৃতরসাস্বাদ আলাপঃ সজ্জনৈঃ সহ।"

এই বিষম বিষময় সংসারে দুইটি অমৃতময় ফল আছে। একটি কাব্যামৃতরসাস্বাদন, অপরটি—সজ্জন-সঙ্গলাভ। তাঁহার ছাত্রদিগের এই দুইটি অমৃতময় ফলের আস্বাদন ঘটিয়াছিল। সঙ্গীতালাপবৎ তানলয়সহকারে তাঁহার কবিতা পাঠ ছাত্রদিগের কর্ণকুহরে যেন সুধা বর্ষণ করিত। আর তাঁহার অমৃতনিঃস্যন্দিনী উপদেশবাণী শ্রবণে শ্রোতার শরীর পুলকিত হইত এবং যেন স্বতঃই মনে হইত শ্রোতা কোন্ দেবতার নিকট উপস্থিত রহিয়াছেন। বাক্য অথবা কার্য্যদ্বারা কাহারও মনে পীড়া উৎপাদন করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। সস্মিতসম্ভাষণে লোকের চিত্তরঞ্জনে তাঁহার ভূয়সী ক্ষমতা ছিল। তাঁহার সৌজন্যের এমনই একটি আকর্ষণ ছিল যে, যিনি একবার তাঁহার সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, তিনি তাঁহার মধুরালাপ কখনই বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। তাঁহার এই সৌজন্যগুণে বশীভূত শিবপুর গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই তিনি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। শিবপুর গ্রামে নীলমাধব চট্টোপাধ্যায় নামে একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত আছেন। ইহার ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া গ্রামস্থ লোক ইহাকে "ঋষি-

পণ্ডিত” আখ্যা দিয়াছেন। ইনি পণ্ডিত মহাশয়ের বাটীতে যাইয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন। কিন্তু এই ঋষিপণ্ডিত মহাশয় গ্রামস্থ অপর কোনও ব্যক্তির বাটীতে পদার্পণ করেন না। পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত তাঁহার এইরূপ ধর্ম্মালাপ নিশ্চয়ই পণ্ডিত মহাশয়ের ধর্ম্মানুরাগ ও সৌজন্যের চিহ্ন মাত্র। শুদ্ধ মধুরালাপ দ্বারা মনস্তুষ্টিসাধন করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন না; মধ্যে মধ্যে বন্ধুগণকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে ভাল বাসিতেন। ফলতঃ তাঁহার অমানুষ সৌজন্য তাঁহার স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট, বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

সুহৃৎ প্রেম

তাঁহার সুহৃদ্গণের মধ্যে দুই জনের নাম এস্থানে উল্লেখ না করিলে এই প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ থাকিবে। প্রথম—রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ এবং প্রধানতম সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি এল্ মহাশয়—ইনি পণ্ডিত মহাশয়ের একজন বাল্য-সুহৃৎ এবং সহাধ্যায়ী; দ্বিতীয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য Assistant Registrar রায় ত্রৈলোক্য-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর মহাশয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায়ই পণ্ডিত মহাশয়ের শিবপুর আবাসভবনে গমন করিতেন। পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত ইঁহার এরূপ ঘনিষ্ঠ সদ্ভাব জন্মিয়াছিল যে, পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্রকন্যারা ইঁহাকে আপনাদের পরমাত্মীয় জ্ঞান করেন। পণ্ডিত মহাশয় পুত্রদিগকে প্রায়ই বলিতেন যে, “যদি আমার পৃথিবীতে কেহ বন্ধু থাকেন, ত তিনি—বাবু ত্রৈলোক্যনাথ; তাঁহাকে তোমাদের পরম হিতৈষী জানিও।” পণ্ডিত মহাশয়ের জীবদ্দশায় তাঁহার পরিজনবর্গের প্রতি বন্দ্যো-

পাধ্যায় মহাশয়ের যেরূপ অনুকম্পা ছিল, আজিও তাহা কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের বাটীতে কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে, ইনি স্বয়ং তথায় যাইয়া নানা সদুপদেশ দিতেন।

দেশ-হিতৈষিতা

শিবপুর গ্রামে লোকহিতকর এমন কোন কার্য্য ছিল না, যাহাতে পণ্ডিত মহাশয় আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন না। ইনি ১৮৭৭ সালের ৮ই অক্টোবর শিবপুরের Honorary Magistrateএর পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। শিবপুর H. E. Schoolএর ইনি একজন প্রতিষ্ঠাতা এবং সহকারী সভাপতি (Vice-President) ছিলেন। এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ইনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। গ্রামে যে স্থানে যে সভা সমিতি হউক না কেন, তাঁহার উপস্থিতি ব্যতীত কার্য্য সুসমাহিত হইত না। অল্প দিন হইল Bengal Nagpur Railway নির্ম্মাণের জন্য শিবপুর হইতে শবদাহ-স্থান অপসৃত করিবার জন্য এক তুমুল আন্দোলন হয়। হাবড়ার Magistrate উদারচেতা Duke সাহেবের উদ্যোগে ঐ প্রস্তাবের বিপক্ষে করদাতৃগণ কর্ত্তৃক এক সভা আহূত হয়। পণ্ডিত মহাশয় উক্ত সভায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ঐ সভায় তিনি যেরূপ অখণ্ডনীয় যুক্তি দ্বারা গ্রাম হইতে শবদাহস্থানাপসরণের বিপক্ষে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলেই তাঁহাকে সাধুবাদ করেন।

পুস্তক-রচনা

পণ্ডিত শ্যামাচরণ "সংস্কৃত-প্রবেশিকা" এবং "ঋজুপাঠ তৃতীয় ভাগের ব্যাখ্যা" পুস্তক ভিন্ন আর কোনও পুস্তক রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রথমোক্ত গ্রন্থ হেয়ার ও হিন্দু স্কুলের বহু বৎসরাবধি তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক

ছিল। শেষোক্ত পুস্তকের একসময়ে বহুল প্রচার ছিল। যে সময়ে ঋজুপাঠ প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক হইয়াছিল, তৎকালে ইহার যথেষ্ট আদর ছিল। এই পুস্তকবিক্রয়লব্ধ বিপুল অর্থবলে পণ্ডিত মহাশয় দুই কন্যার বিবাহ দিতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক, তদ্রচিত পুস্তকসংখ্যা স্বল্প হইলেও, তাঁহার লিখিত সঙ্গীতসমূহ তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় রচনাশক্তিপক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

অন্তিম

এইরূপে আমরা এই সাধুচরিতের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করিয়া তাঁহার জীবননাট্যের যবনিকা-পতন করিতে অগ্রসর হইলাম। তাঁহার এই বৃদ্ধ বয়সে দেহ যথেষ্ট কর্ম্মক্ষম ছিল। বাহ্য আকৃতি দর্শনে কোনরূপ স্বাস্থ্যভঙ্গের লক্ষণ অনুভূত হইত না। বর্ষাধিক পূর্ব্বে গ্রীষ্মকালে একবার বাতরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই রোগ হইতে শীঘ্র মুক্তিলাভ করিয়া, পুনরায় নবোত্তমে অধ্যাপনাকার্য্য আরম্ভ করিলেন। হায়! কে জানিত যে, আমাদের কোন্ দুর্দ্দৈব বশতঃ এত শীঘ্র এই দেবপ্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। বিগত ২রা চৈত্র বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ সেণ্ট্রাল কলেজে যথারীতি অধ্যাপনা সমাপন করিয়া নৌকাযোগে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। নৌকায় সহসা অঙ্গগ্লানি বোধ হইল—বমন করিলেন। গৃহে প্রত্যাগত হইয়া কাহাকেও কিছু না জানাইয়া শয্যায় বিশ্রাম করিলেন। পরদিন প্রবল জ্বরাক্রান্ত হইলেন। স্থানীয় জনৈক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের চিকিৎসায় কিঞ্চিৎ রোগোপশম হইল বটে, কিন্তু এক দারুণ হিক্কায় তাঁহাকে বড়ই পীড়া দিয়াছিল। তিনি যন্ত্রণার কোন বাহ্য চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার যথেষ্ট

সহিষ্ণুতা ছিল। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত কোন প্রকার কাতরতা প্রদর্শন করেন নাই। ১৩০৬ সালের ৭ই চৈত্র মঙ্গলবার রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় তাঁহার কাল মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। তিনি সজ্ঞানে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। সহধর্ম্মিণী-কন্যাপুত্র-পৌত্র-ভ্রাতৃ-প্রভৃতি পরিজনবর্গকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া, পঞ্চাধিক ষষ্টিবর্ষ বয়সে, মানবলীলা সংবরণ করিলেন। ৯ই চৈত্র বৃহস্পতিবার তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে সেণ্ট্র্যাল কলেজের ছাত্রগণ, শিক্ষক ও অধ্যাপকমণ্ডলী সকলেই অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। অনেকেই অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া ক্ষুণ্ণমনে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সেণ্ট্র্যাল কলেজ ও স্কুলের কার্য্য সেই দিন স্থগিত রহিল। ১৩ই চৈত্র সোমবার অপরাহ্ণে উক্ত কলেজে তাঁহার স্মৃতিচিহ্নসংরক্ষণমানসে এক শোকসভা আহূত হয়। এতদুদ্দেশে উক্ত সভার ব্যয়ে তল্লিখিত অপ্রকাশিত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ধর্ম্মসঙ্গীত সমূহ মুদ্রিত করিয়া, বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ দ্বারা শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সাহায্য করা শ্রেয়ঃকল্প ইহা স্থিরীকৃত হয়। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, পণ্ডিত মহাশয় আজীবন অর্থোপার্জ্জন করিয়া, এক কপর্দ্দকও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। যত আয়, সমস্তই গ্রাসাচ্ছাদন ও গুপ্তদানাদিতে ব্যয়িত হইত।

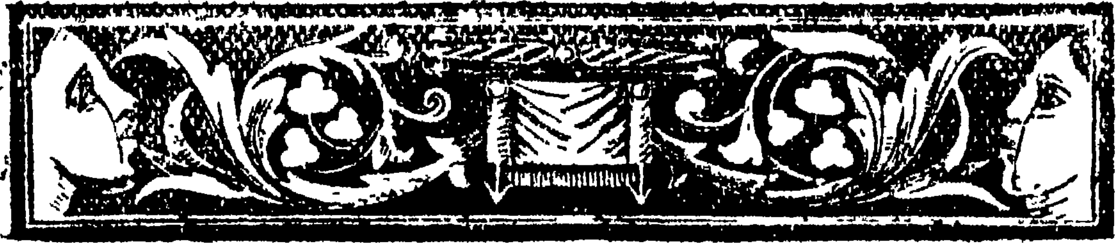
উপসংহার

যিনি এই নশ্বর সংসারে চত্বারিংশদ্বর্ষাধিক কাল বিদ্যাদানরূপ মহাব্রতোদ্‌যাপনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, দয়া-বিনয়-সারল্য-সৌজন্যাদিগুণে যিনি ভূষিত ছিলেন, অসংখ্য ছাত্রমণ্ডলীর হৃদয়ে যিনি চিরদিন আদর্শচরিত্ররূপে বিরাজমান থাকিবেন, আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সেই পুণ্যচরিতের সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী সমাপন করিলাম। পণ্ডিত শ্যামাচরণের

জীবন-গাথা আলোচনা করিয়া, তাঁহার মহানুভব চরিত্রের বিকাশ তত্ত্বপিপাসুর আকুলতা, কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, দেশহিতৈষিতা, সাধুকার্য্যে উৎসাহদান, অকপট সুহৃৎ-প্রণয়, সম্পদে বিপদে ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ দেখিলে মন স্বতঃই পূত হয়। যিনি অবিদ্যাময় দেহপাশ ত্যাগ করিয়া, অনন্ত আনন্দধাম অমরনিবাসে প্রস্থান করিয়াছেন, আসুন পাঠক! আমরা সেই মহাপুরুষের স্মৃতিস্তূপে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করি এবং তৎপ্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করি। ইতি।

কলিকাতা
সেণ্ট্র্যাল কলেজ
১৫ই আষাঢ়, শুক্রবার।
১৩০৭ সাল।

শোকসন্তপ্ত ছাত্র
অনাথনাথ পালিত



# সুহৃৎ-স্মৃতি।

হেয়ার স্কুল ও হিন্দুস্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধানতম সংস্কৃতাধ্যাপক শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত আমার বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। সে আজি ৪৫ বৎসরেও উপর হইল, সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কার ন্যায় ও স্মৃতি অধ্যয়ন কালে আমি তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলাম। সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে আমার যতদূর স্মরণ হইতেছে, এখন কেবল রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী, রামায়ণের সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং এই পুরাতন পাপী আমরা তিনজনে অদ্যাপি বিদ্যমান আছি। সমসাময়িকদিগের মধ্যে কেহ অগ্রসর হইলে পশ্চাদ্বর্ত্তীদিগের মনে অকস্মাৎ উদয় হয় যে করাল কালস্রোত সন্নিকৃষ্ট হইল। শ্যামাচরণের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে তদ্রূপ চিন্তা আমার চিত্তে উপস্থিত হইয়াছে। সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে শ্যামাচরণ সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন বলিয়া লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু উপস্থিত অবসরে তাঁহার বিদ্যার ঔজ্জ্বল্য অপেক্ষা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যই মদীয় হৃদয়ে সমধিক ভাসমান হইতেছে। সেই সরলস্বভাব উদারচেতা সদাশয় সৌম্যমূর্ত্তি স্মিতপূর্ব্বাভিভাষী বিগ্রহটি মানসচক্ষে যেন বিদ্যোতমান হইতেছেন। নবযৌবনের প্রারম্ভে শ্যামাচরণ অতীব শ্রীমান্ ছিলেন। তাঁহার মুখে হাঁসিটি যেন লাগিয়াই আছে। তিনি বেশ সুরসিক ছিলেন। তাঁহার রসিকতার একটি উদাহরণ এক্ষণে

আমার স্মরণ হইতেছে। ইহা আজি বছর কুড়িতকের কথা হইবে। হাবড়ার কাছারিতে আমি ও শ্যামাচরণ উপস্থিত ছিলাম। তিনি কোন বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে গিয়াছিলেন। আমি তখন ওকালতী করি। কোন এক ব্যক্তি কহিলেন, অবশ্য কিঞ্চিৎ আত্মশ্লাঘা-প্রদর্শন সহকারে কহিলেন যে, আমি ছয়মাস ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছি। শ্যামাচরণ উত্তর করিলেন, "উঃ! কি কঠোর!" এই পরিহাসে পরিহসিত ব্যক্তি অপ্রতিভ হইয়া এ হাস্তে যোগ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

সহাধ্যয়নকালে এবং চিরকালই তিনি শিবপুরে পৈতৃকভবনে থাকিতেন। অধিকাংশ সহাধ্যায়ী কলিকাতাবাসী; কিন্তু প্রায়ই শ্যামাচরণের ভবনে তাঁহাদিগের আমোদ আহ্লাদের "জটলা" হইত। শ্যামাচরণের পিতৃদেব অতি মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন। পুত্রের বালবন্ধুদিগের প্রতি তিনি পুত্রের ন্যায় স্নেহ সৌজন্য ও অনুকম্পা প্রদর্শন করিতেন। 'জটলার' দিন আহারাদির যে প্রকার আয়োজন হইত, তাহা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের কখন ভুলিবার নহে। সকলেই জানেন বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা আহার-প্রিয়। সুতরাং উক্ত আকর্ষণটি বিদ্যমান থাকাতে শ্যামাচরণের বাটীতে সহাধ্যায়ীদিগের 'দৌরাত্ম্য' মধ্যে মধ্যে প্রায়ই ঘটিত। সকাল সকাল ছুটি হইলেই নৌকাযোগে শিবপুরে যাওয়া যাইত এবং সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তাঁহার বাটীতে 'আলিমাটী চালি' চলিতে থাকিত। ইস্তক 'গ্রাবু' নাগাইদ নিধু রামপ্রসাদ কিছুই বাকি থাকিত না। এস্থলে বলা উচিত যে, শ্যামাচরণের সঙ্গীত-শক্তি ছিল, অন্ততঃ অস্মদাদির মধ্যে তিনি একজন 'কলাবত' বলিয়া আমাদিগকে ধাঁদায় রাখিয়াছিলেন। এ বয়সে হইলে হয়ত সে ধাঁদা ঘটিত না। কিন্তু তখন

আমার বয়স ১৫ কি ১৬। আমিই বোধ হয় সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলাম। তাঁহার পিতৃদেব এই সকল দৌরাত্ম্য বা উৎপাতে অসন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং প্রশ্রয় দিতেন। ইহা অল্প মহানুভবতার লক্ষণ নহে। একবার ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, যে, ২০।২৫ জন স্কুলের ছোকরা বেলা ২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত বাটীর বৈঠকখানায় হো হো করিতেছে, মধ্যে মধ্যে এ প্রকার উৎপাত সহ্য করিতে হইলে অনেকে বোধ হয় দণ্ডগ্রহণ করেন।

অধ্যাপনা-কার্য্য তিনি কি প্রকার সম্পাদন করিতেন তাহা আমার বলা বাহুল্য। তদীয় কৃতবিদ্য ছাত্রেরা এখনও দলে দলে বিদ্যমান আছেন, তাঁহারাই সে বিষয়ের পরিচয় দিবেন। তবে তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতার একটি বৃত্তান্ত আমার মনে এক্ষণে উপস্থিত হইতেছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া উপসংহার করিতেছি। বৎসর দুই তিন হইল তিনি একদিন আমার হাবড়ার ভবনে উপস্থিত, প্রয়োজন এই যে, "মাঘের" প্রথম সর্গে যে একটি সংগীতশাস্ত্রীয়-পরিভাষাসমাকীর্ণ শ্লোক আছে, তাহার সদ্ব্যাখ্যা কি প্রকারে ছাত্র-দিগের হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহার একটা উপায় উদ্ভাবন করা। সংগীত-বিদ্যা বিষয়ে তিনি বরং আমা অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু 'গোঁজামিলন' দিয়া অধ্যাপনা করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। এই নিমিত্ত তিনি আমার সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছিলেন, ছাত্রদিগকে কিরূপে শ্লোকার্থ বুঝাইয়া দেওয়া যায়। উভয়ে এক-ঘণ্টাকাল বাদানুবাদ ইত্যাদি দ্বারা এক প্রকার স্থির হইল, তবে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি Central College এ অধ্যা-পকতা স্বীকার করিয়াছেন। আর কেহ হইলে হয়ত বিদ্যার্থী-দিগকে বলিতেন, বাপুগণ! শ্লোকটির অর্থ বোধ হইবে না, সংগীত-

বিদ্যা জানা না থাকিলে বুঝিবার যো নাই। শ্যামাচরণ কিন্তু সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। কর্ত্তব্যকর্ম্মের কোন অংশ অসাধ্য-বোধে পরিবর্জ্জন করা তাঁহার নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া জ্ঞান ছিল। একারণ যতদূর হউক পরিশ্রমস্বীকারপূর্ব্বক উহা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিতেন। ফলতঃ তিনি যে একজন সুদক্ষ সুবিচক্ষণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য



# সাধন-গীতি।

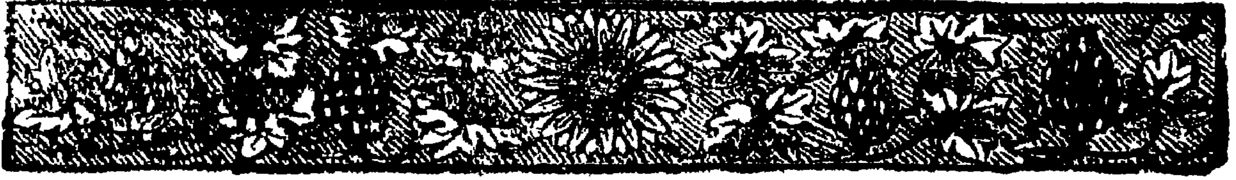


## সংস্কৃত সঙ্গীতাবলী



### রাগিণী ইমন-কল্যাণ—তাল মধ্যমান

প্রভো গজানন করুণানিধান
সুরাসুরমুনিগণবন্দিতচরণ!
ত্বং হি পিতা ত্বং হি পাতা
ত্বং হি ব্রহ্ম ত্বং বিধাতা
তব নাম সিদ্ধিদাতা বিঘ্নবিনাশন!
দীনমভাজনং তব শরণাগতং
তারয় পাপিনং দেব সনাতন!



# শ্রীশ্রীদুর্গা-স্তোত্রম্।

## সিন্ধু-ভৈরবী—তাল একতালা।

জানে ন কো বা কুত আগতোঽহং
জানে ন চান্তে ভবিতাস্মি কোঽহং।
জানে ন কিঞ্চিৎ সমুপৈমি মোহং
ত্রায়স্ব দুর্গে শরণাগতোঽহং॥ ১

জানে ন কিং মে করণীয়মস্ত
জানে ন কিঞ্চাকরণীয়বস্ত।
জানে ন কো বা ভবপারসেতুঃ
জানে ন কো বা নিরয়স্য হেতুঃ॥ ২

জানে ন কিং বাচরণং বিশুদ্ধং
জানে ন কিঞ্চাচরণং বিরুদ্ধং।
পশ্যামি জিঘ্রামি যদাচরামি
জানামি নাহং কিমিদং করোমি॥ ৩

ত্বমেব সর্ব্বং বিদধাসি মাতঃ
নিমিত্তভূতং হি মদীয় চেতঃ।
দেহশ্চ চেতশ্চ তবৈব কোঽহং
ত্রায়স্ব দুর্গে শরণাগতোঽহং॥ ৪

ত্বমেব ধাত্রী জগতাং বিধাত্রী
ত্বমেব মাতঃ প্রলয়স্য কর্ত্রী।
পয়শ্চ ভূমিশ্চ নভশ্চ বাতঃ
ত্বমেব বহ্নিঃ সকলস্য চেতঃ ॥ ৫

জানামি নাহং কিমিবান্যদস্তি
যস্মিন্ হি সত্তা তব দেবি নাস্তি।
ত্রায়স্ব মামস্ব তবৈব দেহং
ত্রায়স্ব দুর্গে শরণাগতোঽহং ॥ ৬

কালপ্রবাহে মম কায়নৌকা
ধাবত্যকর্ণা বিগতা পতাকা।
হাহা সদা তত্র বিপাকশঙ্কা
আবর্ত্তঘোরেঽত্র গতিস্ত্বমেকা ॥ ৭

মাতঃ কিয়ন্মে বলমস্তি দেহে
যেনেন্দ্রিয়োর্ম্মীনিহ তর্ত্তুমীহে।
বাতোঽতিচণ্ডো রিপবোঽতিভীমাঃ
আচ্ছাদ্য নেত্রে প্রচরন্তি ধূমাঃ ॥ ৮

গর্জ্জন্তি শীর্ষোপরি কালমেঘাঃ
স্ফূর্জন্তি বজ্রাণি শিলাম্বুসঙ্ঘাঃ।
ভিন্দন্তি মর্ম্মাণি মহাবিপন্নং
সংরক্ষ দুর্গে শরণং প্রপন্নং ॥ ৯

শীলং বহিত্রং শতধা বিভগ্নং
ছিন্নঞ্চ বস্ত্রং গুণদণ্ডলগ্নং।

ধ্বান্তং প্রগাঢ়ং ন চ ভানুরেখা
জানে ন কা মেঽস্তি ললাট-লেখা ॥ :

দূরেঽস্তু রত্নং ন চ কূলমাপ্তং
সংসারসিন্ধৌ সকলং বিলুপ্তং।
ক্ষারাম্বুদগ্ধং পরমাস্ত বিম্বং
দীনায় দেহ্যম্ব করাবলম্বং ॥ ১১

বৎসস্য ধৃত্যৈ প্রদদাসি মাতঃ
মাতুঃ স্তনে স্তন্যমহো কৃপাতঃ।
কারুণ্যপূর্ণে ত্বয়ি বৎসলায়াং
হাহা বিপদ্যে কিমহং ধরায়াং ॥ ১২

দীনোঽহমার্ত্তো বিলপামি মাতঃ
নাদ্যাপি জাতো ময়ি দৃষ্টিপাতঃ।
কা বা ভবেদম্ব তবেহ শক্তিঃ
পাপস্য ন স্যাদ্যদি মে বিমুক্তিঃ ॥ ১৩

জানেঽতিঘোরং মম পাপমস্তি
নো চেৎ কথং কষ্টমহো ন যাতি।
পাপং যদেবাস্তু মহাবিপন্নং
ত্রায়স্ব মাতঃ শরণং প্রপন্নং ॥ ১৪

জানে ন ভক্তিং জানে ন পূজাং
মূর্খাধমোঽহং খলু দেহভাজাং।
মাতর্ম্মহাপাতকিনং ক্ষমস্ব
দুর্গে কুপুত্রে করুণাং কুরুষ্ব ॥ ১৫

বাল্যং প্রযাতং বত মূর্খতায়াং
তারুণ্যমন্নস্তু চ লালসায়াং।
বার্দ্ধক্যমেতং পরিতাপতপ্তং
ত্রায়স্ব মামম্ব চিরেণ তপ্তং॥ ১৬

ভীতোঽস্মি দুর্গে বদ কিং করোমি
জানামি নাহং কিমিবাচরামি।
বিস্তীর্য্য জালঞ্চ নিষাদকালঃ
আস্তে বিদার্য্যাম্ব মুখং করালঃ॥ ১৭

পাপোঽতিঘৃণ্যঃ কলুষেঽনুরক্তঃ
পাপস্য বৃদ্ধৌ চ সদা নিযুক্তঃ।
জানামি নাহং কথমুত্তরেয়ং
ত্রায়স্ব দুর্গে শরণাগতোঽহং॥ ১৮

ইতি শরণাগতপামরপ্রণীতং শ্রীশ্রীদুর্গাস্তোত্র
শ্রীশ্রীদুর্গাপদাম্বুজেষু সমর্পিতং।
ওঁ তৎসৎ॥

---



# শ্রী শ্রীবিশ্বেশ্বর-স্তোত্রং।

## ঝিঁঝিঁট—একতালা।

সংসারানলদগ্ধং দীনং
তব পদপঙ্কজভজনবিহীনং।
তারয় পামরমগতিকবন্ধো
করুণাকর হর শিব শিব শম্ভো॥ ১

কাতরমাতুর মাতরহীনং
সতত মশেষকুকর্ম্মবিলীনং।
তারয় তারক পামরবন্ধো
করুণাকর হর শিব শিব শম্ভো॥ ২

ভূমিঃ সলিলং ত্বমসি চ বাতঃ
অম্বরমনল স্ত্বমপি চ চেতঃ।
সর্ব্বময়স্ত্বং সেবকবন্ধো
জয় বিশ্বেশ্বর শিব শিব শম্ভো॥ ৩

তব পদকমলে যা কিল পূজা
ভবতি তয়াখিলদৈবতপূজা।
বিশ্বময়স্ত্বং বিশ্বকৃতাস্তো
জয় হর শঙ্কর শিব শিব শম্ভো॥ ৪

দীনজনোঽহং তবপদযুগ্মং
ধত্তে তস্মৈ জ্ঞানং সূক্ষ্মং।
দেহি কৃপাময় ধৃতভালেন্দো
জয় বিশ্বেশ্বর শিব শিব শম্ভো॥ ৫

পাপস্যাস্য হি নান্যো বন্ধুঃ
একঃ শরণং ত্বং মম শম্ভুঃ।
করুণাং কুরু ময়ি করুণাসিন্ধো
জয় বিশ্বেশ্বর শিব শিব শম্ভো॥ ৬

---



# শ্রীশ্রীশিবস্তোত্রং।

## সিন্ধু-ভৈরবী—কাওয়ালি।

নমামি দীনতারণং নমামি ভীতিবারণং
নমামি বিশ্বকারণং নমামি তং ত্রিলোচনং॥ ১

নমামি পাপখণ্ডনং নমামি দুঃখভঞ্জনং।
নমামি ভক্তরঞ্জনং নমামি তং নিরঞ্জনং॥ ২

সুচারুচন্দ্রচূড়কং সুনাদশৃঙ্গবাদকং।
কপালমাল্যতারকং ভজেঽরুণেন্দুদীপকং॥ ৩

কপর্দ্দঘূর্ণনির্ঝরং বিরাবভিন্নভূধরং।
শরীরসর্পিভোগিনং নমামি ভূতভীষণং॥ ৪

করালভালপাবকং ভয়ানকাট্টহাসকং।
কটাক্ষদগ্ধদানবং নমামি কালভৈরবং॥ ৫

প্রভাতবাতশীতলং বিধূততূলকোমলং।
বিশুদ্ধকাচনির্ম্মলং নমামি সাধুবৎসলং॥ ৬

অপাদপাণিনাসিকং অনেত্রগাত্রমস্তকং।
তথাপি সর্ব্বকারকং নমামি তং নিয়ামকং॥ ৭

অনন্তবিশ্বধারিণং অনন্তবিশ্বরূপিণং।
অনন্তমেকমীশ্বরং নমামি তং পরাৎপরং ॥ ৮

মদেকমাত্রমাশ্রয়ং ত্বদীয়পাদপঙ্কজং।
প্রসীদ তাত তদ্রসং যথা পিবামি সন্ততং ॥ ৯

ওঁতৎসৎ ওঁতৎসৎ ওঁতৎসৎ ওঁতৎসৎ।

## মল্লার—শ্লথ ত্রিতালী।

রে মানস কিং কুরুষে কুরুষে, রমসে বিমূঢ় ইহ,
বীতরাগ একবারং ভাবয় ভবিতা কিং শেষে।
বিত্তজাতসুতদারৈঃ কিং তে,
সঙ্গিন এতে নহি জীবনান্তে,
একং সারং হরিনামান্তে,
চিন্তয় চিন্তামণিমেকান্তে
নিঃশঙ্কং শেষে ॥ হা হা হা হা ॥

---

## মুলতান—একতালা।

মানস কুরু সদা কালিকাপদগানং
বাঞ্ছসি যদি ভবার্ণবপারযানং।
কালভীতিবারণং মহাকালমোহনং
কালীনাম কেবলং ভবতাপশমনং ॥
চিন্তয় কালীনাম, জপ রে কালীনাম,
কালীনাম মুক্তিধাম আগমবচনং ॥

---

## কেদারা।

ত্বং ভবনিদানং তারয় শঙ্কর পামর মেনং
নাশয় দুরিতং রোগং শোকং মঙ্গলমাবহ,
বিজহি নাথ রিপুজাতং।

## ছায়ানট—তিওট।

জয় কালিকে কালবারিণি, মুণ্ডমালিনি,
অসিশিরোঽভয়বরকরেধারিণি।
মোক্ষদায়িনি, মহেশমোহিনি, জীবস্য জীবজ্ঞানরূপিণি,
সংসারসাগরনিস্তারিণি॥
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, মনসো মনোঽসি
বচসো বচোঽসি, ওঁরূপাসি
অশেষ বিশ্ববীজরূপিণি॥

---

## সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ।

মদীয় মানস সদা সলালস মা লস নীরস সংসারে।
বাঞ্ছসি বিত্তং ধাবসি নিত্যং হাহা মমত্বং আগারে॥
যাতি যৌবনং যাতি জীবনং যথা জীবনং লোকয় রে।
সাম্প্রতং ধনং যোগসাধনং পাপসাধনং বর্জয় রে॥
পাপখণ্ডনং ভূতিমণ্ডনং ভক্তরঞ্জনং ভীতিভঞ্জনং।
চিত্তচারিণং বন্ধবারিণং তং পিনাকিনং চিন্তয় রে॥

---

## ইমন—কাওয়ালি।

জয় হে কেশব গিরিধর রমেশ, হৃষীকেশ
শয়নীকৃতশেষ গোপবাল গোকুলেশ।

মামজ্ঞান মনাদে ভববন্ধভীতিময়ি ভয়হর তারয়
তারণ কারণ নারায়ণ মন-আশ্রয় সুরেশ ॥

---

## গৌড়সারঙ্গ—ঝাঁপতাল।

হে হরে পাপিনং তারয় পতিতং।
পতিতপাবনস্ত্বমসি মধুসূদন
সকৃদপি কৃপাময় কুরু হেঽবলোকনং।
পাপপ্রলোভনং নাহং রোদ্ধুমলং
নিরোধকমেকং ত্বদীয়ং পদকমলং ॥
দেহি তদ্যুগলং কমলালালিতং
পাপিন স্তারণেঽলং তদেব কেবলং ॥

## সুরট মল্লার—ধামার।

হরে ত্রাহি পাপিনং বিষয়াসবপানেন বিকৃতধিয়ং।
সংসারসাগরং ঘোরোর্ম্মিসংকুলং,
কথমুত্তরিষ্যামি চিন্তয়াকুলং।
দীন মকিঞ্চনং উদ্ধরমতিভীতং
মাধবোদ্ধারয় শরণাগতং ॥

## কাফি-সিন্ধু—যৎ।

পরমং পুরুষং ভাবয় সততং।
পরিহর মূঢ়মনো বৃথা চিন্তনং ॥
ধনজনযৌবনং জলবুদ্বুদসমানং
ক্ষণে বিকাশং যাতি ক্ষণে চ লয়ং,

তন্মৃতে কিঞ্চন নাস্তিরেহকিঞ্চন
কাচভ্রমান্ন ত্যজ কৌস্তুভরত্নং ॥
রজ্জৌ যথাহীক্ষণং ভ্রম এবমনুক্ষণং
তদ্বিবর্ত্তোজগদিদং অবিদ্যাফলং
তদ্ভাসা ভাসতেহখিলং জবাস্ফটিকসমানং
সোহহমিতিজ্ঞানে (তত্ত্বমসীতিজ্ঞানে) ব্রহ্মকেবলং ॥

## বারোঁয়া—ঠুংরি।

অরে রে মানস মম অহহ কিং কুরুষে
বিষয়বিলাসমূঢ় ভাবয়সে ॥ ( বৃথা ভাবয়সে )
ইহ হি বিষয়রসে কিমিতি মূঢ় রমসে
অমৃতমিতি শেষে গরলং সেবসে ॥ ( অহহ ম্রিয়সে )
কেবলমিহ ভেষজং শ্রীহরেঃ পদপঙ্কজং
হরিনাম অনুপানং ব্যাধিনাশে ॥
( ভবব্যাধিনাশে ) ( যদি রে সেবসে )
পরিণামসরসে নারায়ণকথারসে
মজ্জসি চেদবশেষে বৈকুণ্ঠে রমসে ।
( সারূপ্যং লভসে ) ( নতুবা ম্রিয়সে )

---

## সাহানা—কাওয়ালি।

মনোভৃঙ্গ কুরু সঙ্গ মরবিন্দলোচনে।
সচ্চিদানন্দে বন্দ্যো নন্দনন্দনে ॥
বিষয়কেতকীবনে কণ্টকেল্লাতিগহনে
পরিহর বিহরণং শঙ্কাচেত্তববন্ধনে ॥ ( শঙ্কাচেদ্ভববন্ধনে )

ইহ বাসনানায়ে রজসান্ধা ভ্রমন্তি যে,
ফলং তেষাং রোধনম্ আশা নাস্তি রে মোচনে ॥
যদি বাঞ্ছসি মোচনং কুরু নামামৃতপানং
নারায়ণকথামৃতে নাস্ত্যপায়োঽত্রকাননে ॥১৫

---

## হাম্বীর—কাওয়ালি।

রে মানস মে অকিঞ্চনে হা রে বিষয়বনে বৃথা বিগাহসে কিং
ইহ (হা) কান্তারে স্মৃতকান্তা রে চরন্তি নিত্য মহহ তে নিপাতনে
শৃণু বাণী মতিকল্যাণী মধুনাপি রাধাকৃষ্ণয়ো রাধেহি মতিং ॥
(অধুনাপি কৃষ্ণপাদপদ্মে দেহি মতিং)
(অধুনাপি রাধাপাদপদ্মে দেহি মতিং)
(অধুনাপি যুগলরূপ আধেহি মতিং)

---

## ঝিঁঝিট—একতালা।

শঙ্কর হর করুণাকর গিরিজাবর পশু হে।
পরাৎপরু পরমেশ্বর প্রকৃতিপুরুষরূপ হে ॥
বিভূতিভূতিভূষণ রজতাদ্রিসমান,
ভক্তামরনরকিন্নরনিখিললোকবন্দ্য হে।
ব্যোমকেশ ভীমবেশ বিকটহাস ধৃতফণীশ
ত্রিপুরান্তক কালান্তক ময়ি কৃপাং বিধেহি হে॥
আশুতোষ যোগতোষ যোগিবৃন্দস্তুত মহেশ
দুরাচার আর্ত্তে ময়ি করুণাং কুরু সঙ্কটে ॥
অদেহোঽপি ত্বং সদেহঃ অগেহোঽপি ত্বং সগেহঃ
নারায়ণৈকদেহ চিত্তে মম রাজ হে ॥

## ভৈরবী—একতালা।

সমরশিরসি লসতি কেয়ং নবনীরদরূপিণী।
সুরাসুর-মুনি-কিন্নর-সকললোক-মোহিনী॥
অধরচারি-মনোহারি-হাস-তিমিরনাশিনী।
ক্ষণে ক্ষণে বিকটহাস-দনুজবৃন্দমর্দ্দিনী॥
চপলা চপলা জ্বালমানা ভ্রমতি নিত্যমতিকরালা।
বরাভয়করা সদা ভক্তানন্দদায়িনী॥
মাভৈ র্মাভৈরিতি সুরোৎসাহবর্দ্ধিনী।
ভৈরবৈ র্ভূতগণৈ রণে নৃত্যকারিণী॥
ভীমাসিমুণ্ডধরা ছিন্নাসুরকরাম্বরা।
আজানুলম্বিমুণ্ডমালা মহাঘোররাবিণী॥
ভানুকোটি-সমানাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজযুগধারিণী
যৎস্বরূপচিত্রণে স্বয়ং সক্তা বাগ্‌বাদিনী
ভক্ত এব বিজানাতি যেয়ং রণোন্মাদিনী
মূঢ়োঽহং কিং বদামি (মম) জড়া জিহ্বা শঙ্কিনী॥

## কেদারা—ধামার।

এতন্নিবেদনং নারায়ণ ক্ষণং দেহি ময়ীক্ষণং।
পাতিতোঽস্মি হে শোকে তাপে
সাম্প্রত মাদিশ চরণপঙ্কজে স্থানং।
হে দয়াসিন্ধো দীনবন্ধো নো সহে যন্ত্রণাং
কুরু ভবাৎ পরিত্রাণং॥
জানে ন কিন্তে কর্ম্মমর্ম্ম হে মধুসূদন
মর্ষয় মে অপরাধং॥

## বাগেশ্রী—ঝাঁপতাল।

ইহ কায়কাননে ত্যজ বিহারং মনোঽতিগহনে
পঞ্চভূতভীষণে, পঞ্চবাতাতিদারুণে,
ভ্রমন্তীহারয়ো দশ তব নিধনে ॥
মহাংস্তত্র রে ব্যাধঃ অহঙ্কারাতিদুর্ব্বাধঃ
প্রকৃতিপরুষঃ সদা জীবহিংসনে ॥
ভদ্রমিচ্ছসি যদি রে কাননে ইহ দুস্তরে
বিলীয়স্ব পুরুষে পদ্মপলাশলোচনে (চিৎস্বরূপনিরঞ্জনে) ॥

---

## বাগেশ্রী—মধ্যমান।

কস্ত্বমরে রে জীব বদ কুত আয়াসি,
যাস্যসি বা কুত্র কিমপি কিং জানাসি।
চন্দ্রতারামণ্ডিতং বিশ্বমিদমদ্ভুতং
গায়তি কস্য মাহাত্ম্যং কিম্বাপি চিন্তয়সি ॥
কস্যাজ্ঞয়া মারুতো দেহিগণ-প্রাণভূতো
নিশ্বাসরূপেণ সদা বহতি বা দিবানিশি ॥
দেহনাশান্তরং অস্তি বা কিং দশান্তরং
এতদপি সবিস্তরং ক্ষণং কিং বিভাবয়সি।
কামাদিরিপুভীষণে ভ্রমসি বিষয়বনে
নহি দৃষ্টিরাত্মধনে যেন শান্তিমাপস্যসি।

## সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

মধুকর মধু হর মধুরিপুকাননে,
নবমেঘমেদুরে নয়নানন্দবর্দ্ধনে ॥

অরবিন্দমকরন্দ মাহর পরমানন্দ
মনুভব সদানন্দ মানন্দাশ্রুমোচনে ॥
পঞ্চকোষময়চক্র মারচয় মধুচক্র
মবস্থানং কুরু তত্র মগ্নো মধুস্বাদনে ॥

## ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

কুরু নামকীর্ত্তনং যাবদরে জীবনং
আদাবন্তে দূরে অদূরে যদীয়মবস্থানং
অনাদি মনন্তং তং পরমেশং কুরু রে হৃদয়েশং ॥
ঘোরান্ধকারং অপ্রজ্ঞাতং আসীদিদং বিশ্বং
যস্যেচ্ছামাত্রং জ্যোতিঃ প্রকাশিতং কুরুতে অহোরাত্রং ॥
মহিম্না যস্যানন্তে আকাশে বিশ্বং দোদুল্যমানং
যস্য কৃপামৃতে ন কিঞ্চন ক্ষণং কুরুতে অবস্থানং ॥

## বেহাগ—আড়াঠেকা।

মূঢ় জীব ভাবয় কিন্তবিতা শেষে।
অমরো ভবসীতি কিং মন্যসে ॥
দর্পেণ সদা ভ্রমসে, সর্ব্বং তৃণমীক্ষসে,
পরনিন্দাকথারসে সদা রমসে ॥
বঞ্চয়িত্বা ধনার্জ্জনং কৃত্বা রে কুরুষে দানং
গাং হত্বা পাদুকাদানং ন কিং কুরুষে ॥
যদা ত্বমুরে ম্রিয়সে ক্ষিপ্ত্বা ত্বাং রে প্রেতাবাসে
হনিষ্যন্তি শিরোদেশে ন কিং জানীষে ॥

বাঞ্ছসি যদি কল্যাণং কৃত্বা চিত্তসমাধানং
কুরু রে হরিসাধনং সম্বলং শেষে॥

---

## বাউলের সুর—তেতালা।

কুরু হরের্ণামকীর্ত্তনং অনায়াসেন যেন জেষ্যসি রে শমনং
ইহ ভবে নহি ভবেৎ কদাপি রে বন্ধনং (মনো রে মনো রে)
নামমন্ত্র মহোরাত্র জপ চিত্তশোধনং
হরিনাম মুক্তিধাম পুরাণাদি প্রমাণং
সুধাধাম তন্নাম সর্ব্বদুঃখনাশনং।
হরি র্মাতা হরিঃ পিতা হরিরিদং ভুবনং
হরিনাম্নি মাস্থ মনো হরিঃ সর্ব্বকারণং॥

## রামকেলি—আড়াঠেকা।

ভাবয় রে শেষদিনমেকবারং।
যদ্দিনে ভবিতা হিক্কা শ্বাসো বারম্বারং।
শুষ্ককণ্ঠতালুতলো রোগযন্ত্রণাকুলো
যদা নহি শক্ষ্যসি কর্ত্তুমহঙ্কারং॥
গৃহে হাহা রবো ভবিষ্যতি ভৈরবো
ভবিতাসি নীরবো দৃষ্ট্বা ঊর্দ্ধতারং।
ভাবী সভস্মাবসানো হধুনাপি সাবধানো
ভজ সারাৎসারং।
কৃত্বা চিত্তসমাধানং ত্যক্ত্বা দম্ভমভিমানং
কুরু হরের্ণামগানং যাহি ভবপারং॥

---

## খাম্বাজ—যৎ।

মানস জানীহি মে,
প্রেম বিনা কিং তব যাগেন যোগেন।
ভক্ত্যৈব রে হরিধনং লভ্যতে শৃণু বচনং
ভক্ত্যা বিনা কিং তব দানেন ধ্যানেন॥
প্রেমময়ো হরিরয়ং নহি কুরু সংশয়ং
বিনা প্রেম কিং তব বাদেন বেদেন॥
শমনভয়বারণে প্রীতে ত্বয়ি নারায়ণে
কিমিহ ক্রিয়তে তব শোকেন তাপেন॥

## হাম্বীর—তেতালা।

দেহবনে রে মানসমৃগ মম সাবধানং ধাব।
বাতপিত্তকফাহতে ত্রিতাপাতিতাপিতে
তৃষ্ণামরীচিকাম্ভি রে বিনাশে তব॥
ষট্‌চক্রদুর্গসঙ্কটা মহাভৈরবাঘটা
ইড়াপিঙ্গলাসুষুম্না ত্রিমার্গে তব॥
মূলাধারে দৃঢ়ো ভব সুষুম্না-বর্ত্মনা ধাব
কুণ্ডলিনীমহাঘোরে অমৃতং পিব
গুরুপাদপঙ্কজং ভাবয় দিবানিশং
সুকুমারে সহস্রারে নিশ্চিন্তো ভব॥
সাবধানং চর খেচরীমুদ্রয়া চর
ব্রূহি গুরো শঙ্কর জয়ো মাধব॥

## বাগেশ্রী—মধ্যমান।

হরী হরো হরা হার একো নৈষাং কুরু ভেদং।
হরিঃ সর্ব্বময় আত্মা ত্যজ ভেদ-বিবাদং॥
মূঢ় এবৈষাং বিভেদং কুরুতে রে বিনাশাস্ত্রং
সর্ব্বত্রৈবৈকা প্রকৃতিঃ প্রত্যয়ঃ কুরুতে ভেদং॥
হরতীতি হরির্হরঃ হরতীতি হরিঃ স্মরঃ
হরস্যাপত্যং হারঃ হরা হরস্য কলত্রং॥
অন্বয়মেতৎপঞ্চকং কৃত্বা কুরু বামাক্ষিযোগং
নাদবিন্দুযোগেন বিদ্ধি বীজং কেবলং॥
সৌরশাক্তগাণপত্যশৈববৈষ্ণবা অতঃ
ভেদং বুদ্ধিং সন্ত্যজত সৈব জনয়তে খেদং॥

---

## সিন্ধু—খাম্বাজ তেতালা।

ভাবয় মানস সততং পরমপুরুষপদং
চিদাকাশরাজিতং অরূপমবর্ণং বর্ণনাতীতং,
তথাপি বিমলে হৃদি স্বত এবোদিতং
যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং
সদেকং জানীহি তদ্বিষ্ণোঃ পরং পদং॥



# বাঙ্গালা সঙ্গীতাবলী।

## মূলতান—একতালা।

জয় তারকনাথ নাথ অনাথভীতিবারণ।
তুমি সুরেন্দ্রাদিদেববৃন্দবন্দিত আদি কারণ॥
ভবতারণ করণকারণ তোমার চরণ পাবন।
তুমি আশুতোষ ভক্ততোষ ভক্তবিঘ্ননাশন॥
স্মরহর দক্ষদর্পহর অধীর সতীর কারণ।
তুমি মৃত্যুঞ্জয় রিপু কর জয় অধমে করহে তারণ॥
চন্দ্র সূর্য্য বহ্নি তিন তোমার হে লোচন।
বিরাটরূপ (হে) দেবদেব সর্ব্বভূতভাবন॥
ভবসাগর কর হে পার ওহে দীনতারণ।
তুমি দয়ার সাগর ছাড়িব না আর করেছি চরণ-ধারণ॥
অগতির গতি তুমি পশুপতি কর হে কুমতি-নাশন।
আমি শরণাগত চরণে প্রণত দেহি দীনে দর্শন॥
অখিলের লয় তোমাতে যে হয় তুমি হে প্রলয়-কারণ।
তুমি মহাকাল অন্তে কাল কালভয়বারণ॥
যোগীশ্বর পরমেশ্বর তুমি হে পঞ্চানন।
আমি দীন হীন ভজনবিহীন তার পতিতপাবন॥
গঙ্গাধর বিশ্বেশ্বর ওহে দীনতারণ।
তুমি তারক ব্রহ্ম অন্তে ব্রহ্মজ্ঞান দাও সনাতন॥

বীণাপাণি হার মানি করিতে তোমার বর্ণন।
স্বয়ং বেদরূপে তোমার রূপে নিত্য করেন বন্দন॥
ভস্মভূষণ অজিনবসন ফণিগণ-অঙ্গ-শোভন।
তুমি হরিহৃদিধন কর মম মন নিত্য তব নিকেতন॥
মুকুন্দঘোষে তারকেশ দিয়াছ হে দর্শন।
তুমি সদানন্দ তব আনন্দ যাচে তব নন্দন॥

## রাগ ভৈরব—একতালা।

শম্ভু শিব দেবদেব ডাকি হে তোমারে।
প্রভু আশুতোষ তারকেশ তার হে পামরে॥
বৃষভবাহন মদনদাহন ললাটশোভন দীপ্তদহন,
উমেশ মহেশ ভুবনমোহন তার হে কাতরে॥
ভুবনভারহরণকারণ করেছ তাত ত্রিপুরনাশন,
ধরেছি তাই তোমার চরণ যাতনা নাশিবারে॥
ঔষধদানে নহ হে কাতর, কাতর জনেরে ঔষধ বিতর,
ভবের ব্যাধি হইতে নিস্তার, এসেছি তব দ্বারে॥
ব্রাহ্মণ যবন বলিয়া বিচার তারকনাথ নাহি হে তোমার
ভবপারাবার করিবারে পার তোমা বিনা কে পারে?
কলির কলুষ করিতে নাশ তারকনাথ হয়েছে প্রকাশ
বারেক মানসে কর হে বিলাস অধমে তারিবারে॥
জঠর-যাতনা দিওনা আর সঁপেছি প্রাণ পদে তোমার
জনম যেন না হয় আর মাতৃগর্ভমাঝারে॥

---

## সিন্ধু—যৎ।

করুণাকর পিতা তোমা বিনা কে আর তারিবে আমায় হে।
দেহ আমারি তোমা বিনা হে পিতা বৃথা যে যায় হে॥
ক্ষম দোষ আশুতোষ তুমি দয়াময় হে।
তারকনাথ আমি অনাথ নাহি উপায় হে॥
আমি কাতর তার হে শঙ্কর ত্যজো না আমায় হে।
মিনতি শিব নাশ হে অশিব তুমি মঙ্গলময় হে॥

## বাউলের সুর—আড়াঠেকা।

( অবোধ মন রে আমার ) সদাই বল তারকনাথের জয়।
যদি অবহেলে তরবে তুমি ভববন্ধনের ভয়॥
তারক নামের গুণ যে কত কি দিব তার পরিচয়,
তারে ভক্তি করে ( রে ) ডাক্‌লে পরে অম্নি তিনি হন সদয়॥
জাতিবিচার নাইক পিতার সদাই পিতা কৃপাময়।
তাঁর লইলে শরণ ( রে ) পলায় শমন অন্তে মোক্ষপদ হয়॥

---

## বাউলের সুর—একতালা।

সদাই বল বাবা তারকনাথের জয়, যদি অন্তে তর্‌বি শমন-ভয়॥
বাবার এম্‌নি গুণ, ঘোচে ভবের আগুন,
অগুণে করিলে নাম হয় রে সগুণ,
পিতার সগুণ ভজনসাধনগুণে, নির্গুণে হয় যে লয়॥
বাবা দয়ার নিধি, নাই দয়ার অবধি,
ভক্তি ক'রে ডাক্‌লে ঘোচান ভবের ব্যাধি,
বাবা বিধির বিধি ( রে ) বিধিমতে ভক্তে দেন নিজালয়॥

## ঝিঁঝিট—একতালা।

হে পরাৎপর করুণাকর হর পাপীরে ত্রাণ কর ভবসাগরে।
পাপতাপে ভারি, এই দেহতরি, ডুবিছে অকূল পাথারে,
নাহি দেখি কূল, হতেছি আকুল, অনুকূল হও প্রভু লও হে পারে॥
ঘোর আঁধার, তাহে অনিবার, রিপুচয় চায় গ্রাসিবারে,
মন-কর্ণধার তদুপরি আবার, ধর্ম্মহাল আর নাহি যে ধরে॥
বহুরন্ধ্র তরি, কেমনে নিবারি, পাপবারি পশিছে ভিতরে,
রাখ যদি পদে, তবে এ বিপদে, এ অকিঞ্চন যায় হে ত'রে
(বা) এ তনুর তরি যায় হে ত'রে॥

## ঝিঁঝিট—যৎ।

মিছে কাজে আর মজে মন তুমি থেকো না,
কালীনাম কর গান রবে না রে যাতনা॥
দিন দিন আয়ু হীন, হতেছে রে তনু ক্ষীণ,
তব দিন সুখ দিন চির দিন রবে না॥
রিপুবল হীনবল নহে রে বড় প্রবল
হ'রে লবে তব বল দেবে কেবল বেদনা॥
তাই মন শুন বলি, জ্ঞান-বলে হ'য়ে বলী,
রিপুগণে দিয়ে বলি, কর কালীসাধনা॥
আত্মজ্ঞানে কর দীপ, জ্বেলে দাও পঞ্চপ্রদীপ,
পাপপ্রপঞ্চ অদীপ, তা না হ'লে হবে না॥
নৈবেদ্যের আয়োজন পঞ্চপ্রাণের যোজন,
পূজা কর নিজে মন অন্যে ভার দিও না॥

ভক্তিপুষ্পে কর পূজা, আহুতি দাও বিষয়-পূজা,
সাঙ্গ হ'লে মহাপূজা, দক্ষিণা দাও বাসনা ॥

## দেশমল্লার—কাওয়ালি।

চির দিন আমি দীন ওগো দীনতারা, ত্বরায় মা তরা তরা
বিষয়-বিষেতে হয়ে জরা, আমি গো মা হতেছি সারা,
কাতরে ডাকি তারা তারা তারা ॥
তব রাঙ্গাচরণ, পাপীর ত্রাণের কারণ,
তা এ দীনে কৈ মা দিলি, কি কাজ করিলি,
তোমায় যে ডাকে তারা, তারে গো মা করিলি সারা,
মা তোর এ কিবা ধারা নাম ধর তারা ॥
হৃদে দে মা চরণ, কর গো তাপিতে তারণ,
কত দিনে এই দীনে তারিবে তারিণী।
সহে না আরো তারা, ডাকি মা তোরে তারা তারা,
বারেক মা চাহ গো ॥

## খাম্বাজ—কাওয়ালি।

শিব বম্ শিব বম্ শিব বম্ ভোলা, ভাব রে মন ভোলা।
বিষয়-বিষেতে হ'য়ে ভোলা, আপনারে ভুলো না ভোলা,
ডাকরে শিব ভোলা, যাবে সব জ্বালা।
অন্নপূর্ণামোহন, নাচেন ভক্তের কারণ,
তাঁরে প্রাণের কর প্রাণ, সে ভক্তভিখারী ;

পাপ তাপেতে হয়ে জরা, ওরে মন হতেছ সারা,
মাণিক হয়ে হারা, কাচে হলি ভোলা॥
অহে মনোরঞ্জন, দাও হে তোমার চরণ,
ও যে প্রাণের মম প্রাণ, আমি ঐ ভিখারী;
নানা রকমে একে জরা, তায় করমে করে সারা,
ভবে দিতেছে তারা বারে বারে জ্বালা॥

## হাম্বীর—একতালা।

চেন এ নারীরে সমরে নাচি নাচি হাসি হাসি কত বীর সংহারে।
মনেতে জ্ঞান হয়, এ বামা সামান্য নয়,
করিতে বুঝি প্রলয়,—
হাসি হাসি গ্রাসে রথকরীরে সমরে।
চিনেছি তুমি যে মা, ব্রহ্মময়ী তুমি শ্যামা,
রণেতে দে মা ক্ষমা,—
নত সুতে দে মা পদ-তরি॥

## ভূপালি—কাওয়ালি।

শম্ভুপদ ভাবিতে ভুলো না ভুলো না, বিষয়-বিষেতে
ম'জো না ম'জো না, ভুলিয়ে কাচেতে রতনে ছেড়ো না॥
ভজনপূজনবিহীন জনে, কেবা তারে তারক বিনে
তারে দীনে হীনে, ত্যজ বাসনা—ভব যাতনা আর হবে না॥

---

## কাফি সিন্ধু—যৎ।

এমন দিন কি আমার হবে,
আমার কালী ব'লে প্রাণ যাবে॥
দশেন্দ্রিয় সহ মনোবৃত্তি মায়ে লয় পাবে,
আমার চিদাকাশে চিন্ময়ী মা বিজলি সম খেলিবে॥
পঞ্চভূতময় দেহ জ্ঞানবাপীতে শোভিবে,
ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম হরি বলিবে বান্ধবে॥

---

## খাম্বাজ—ঢিমে-তেতালা।

ওরে মন মার চরণে হও লীন, মায়ামোহেতে কেন মগন॥
মান বিলীন, প্রাণ বিলীন, সকলি তাঁহাতে কর লীন রে॥
ফুরাল দিন, কর এখন, শমনদমনপদধ্যান রে॥
যামিনী পোহাল, গা তোলো রে।
দেখিছ না কালচোরে, হরিছে আয়ুধন,
তব প্রতিক্ষণ, এখনো চেতনা না হ'লো॥
ঘুমায়ে রে গেল কাল, আসিছে তব কাল,
যায় পরকাল, এখনো কালী মা মা বলো॥

## ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

সংসারসাগর কর মা কর মা পার, তব নাম-প্রেম ভবপারতরণী
পাপীরে হের, বারেক কৃপা কর,
তোমা বিনা নাহি আর নিস্তারকারিণী॥

জীবআদি অগণন তব যশ করে গান,
বর্ণিবারে কেবা পারে, তোমারে গো জননী।
এই কর মোরে মাতঃ, মতি মম ত্বদ্‌গত,
যেন হয় অবিরত, ওগো ঘনবরণী॥

---

## কাফি—একতালা।

দে মা কালী পদতরি কৃপা করি, ব্রহ্মময়ী যুগলপদ ভিক্ষা করি,
তার মা তার নে গো পারে।
ভবে হেরি তরঙ্গ ভারি, রিপুচয় রয়েছে ঘেরি,
বিনা তব চরণতরি আর কে মা তারিতে পারে?
তুমি আদি অনাদি তুমি, জীবজীবন সকলি তুমি,
হয় কে গো কৃতান্তে শঙ্কিত তুমি অপাঙ্গে হের যারে॥

---

## সিন্ধু—একতালা।

মন তুমি কি পাগল হ'লে, নইলে বল্‌বে কেন
মা আমার দাঁড়ায়ে পতির বক্ষস্থলে।
পতিনিন্দা শুনে যে মা, প্রাণ ত্যজেছেন যজ্ঞস্থলে,
সেই সতী মা কি রাখ্‌তে পারেন, পতি দেবে চরণতলে॥
পঞ্চতপা করেছেন মা, রাখি যাঁয় সহস্রদলে,
পতির বুকে দাঁড়ায়ে তিনি, বল্‌লে তুমি কিসের বলে॥
মাকে আমার দোষ দিও না, দোষ দাও তাঁর চরণতলে,
যার পরশেতে শবশিব হয়ে মায়ের দোষ ঘটালে।
ভাবুক বলে দোষ নয় রে গুণ সে চরণতলে,
নইলে পিতা শিব নিশিদিব রাখবেন কেন হৃদ্‌কমলে॥

চরণ বলে বটে বটে এ কথা ঠিক নাহি হ'লে,
যার কপালে আগুন, নাহি কোন গুণ,
মা কেন বল তার কপালে ॥

## ইমন-কল্যাণ—কাওয়ালি।

কে পারে মা তোমারে বর্ণিবারে অপার তোমার মহিমা ভবানী।
বীণাপাণি মৌনিনী হার মানি পারেন কিনা পারেন দেব শূলপাণি ॥
তব ইচ্ছা হইল, বিশ্ব প্রকাশিল,
আবার সংহার তুমি তা আপনি ॥
ঘটাকাশের যেমন, মহাকাশে মিলন,
ঘটনাশে হয় গো তেমনি ॥
উপাধি বিনাশিল, চিতে চিত মিশিল,
চিন্ময়ী ব্রহ্মরূপিণী ॥
আমি কোন্ ছার, বর্ণিতে তোমার.
বর্ণাতীতা তুমি গো জননী,
এই ভিক্ষা মাগি, পদে অনুরাগী,
দে মা দীনে চরণ দুখানি ॥

## ঝিঁঝিট—একতালা।

প্রেম যে কি ধন কব কায়, হায় হায় রে।
যে জানে সেই জানে অন্যে বোঝা দায় ॥
অধরেতে বাঁশরী, এরি তরেতে হেরি,
বৈকুণ্ঠ পরিহরি, কদম্বতলায়।

এই ধন লাগিয়ে, শিব শব হইয়ে,
শ্যামাপদ হৃদে লয়ে, শ্মশানে লুটায়।
করি বহু যতন, কর প্রেম-সাধন,
অযতনে প্রেমধন কেবা কোথা পায়॥

## মূলতান—একতালা।

দেগো শঙ্করী পদতরি, যাতনা সহে না জীবন যায় গো।
ভব-সাগরে হেরি, তরঙ্গ যে ভারি,
কাঁপে প্রাণ থরথরি, কেমনে যাব পারে,
ঘোর আঁধারে জীবন যায় গো॥

---

## ছায়ানট—ধামার।

হে দীনবন্ধো যায় যে প্রাণ।
অকূল সিন্ধুমাঝে ডুবিছে তরণী, ঘোর দায়ে কর ত্রাণ॥
দাও হে পদতরি, ওহে দয়াল হরি বংশীধারী।
ঘোর ভবাব্ধি-বারি, তায় তরঙ্গ যে হচ্চে ভারি,
উপায় তব পদতরি, নইলে বিপাকে যে ডুবে মরি।
কাম আদি দুষ্ট অরি, রয়েছে হে সদা ঘেরি,
উপায় নাহিক হেরি, তরাও যদি তবেই তরি॥

## ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

কেমনে হব পার, সংসার-পারাবার।
তুফান যে ভারি, চারিদিকে হেরি,
ত্রাসে তোমায় ডাকি হরি, চাও হে একবার॥

বিপদে কাণ্ডারী, তুমি হে আমারি,
দেহি প্রভো পদতরি,
সেবিত কমলার কর হে ভবপার ॥

## গৌড়মল্লার—ঝাঁপতাল।

ডাক মন ভক্তিভাবে শম্ভু শিব দেবদেবে।
পাপতাপ দূরে যাবে অন্তে নির্ব্বাণ লভিবে।
সাধের ভবন ধনমান, জেনো মন সব অকারণ,
সার কেবল হরের চরণ, ভাব তাঁরে একভাবে ॥
কাম আদি রিপুব্যূহ, সাজায়েছে দৃঢ়ব্যূহ,
জ্ঞানদুর্গে কর আরোহ, রিপুজয় হবে তবে ॥
বিশ্বনাথ বিশ্বতাত, কৃপাসিন্ধু অনাথনাথ,
তাঁরে কর প্রণিপাত, ভক্তিযোগে তাঁরে পাবে।
অধঃ সপ্ত ঊর্দ্ধে সপ্ত, লোক যাঁর নহে পর্য্যাপ্ত,
অনন্ত অনন্তরূপ, চিদাকাশে সদা শোভে ॥

## গৌড়সারঙ্গ—ঢিমে তেতালা।

এ কি বিবেচনা, জান মা যাতনা,
এতেও কি করুণা মা গো হয় না ॥
যায় মা প্রাণ যায় মা, চরণে পড়ে গো মা,
উঠ উঠ ব'লে কি মা তুলিবে না ॥
সয় না প্রাণে আর মা, শ্যামা মা কর ক্ষমা,
কুতনয় হয় গো মা, কুমাতা হয় না ॥

### ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা।

এ মা ভবানী, এ অকিঞ্চনে আর কতেক কাল ভুলে রবে না জানি।
আয়ু মাতঃ দেখ হ'লো গত, এখনো দীনে চরণ দে তারিণী॥
তোমা বিনে, তারে কে দীনে, অকূলে তরি তোমারি পা দুখানি॥

---

### মালকোষ—একতালা।

শঙ্কর করুণানিধান ভবযাতনা নাশ হে।
অসার সংসারভার আর দেহে না সহে॥
জটাজূটশিরস্ত্রাণ, চন্দ্রমৌলিশোভমান,
সুরমুনিগণগীয়মান, মানসে বিলাস হে।
চন্দ্রসূর্য্যবহ্নিনেত্র, নাগাজিনবীতগাত্র,
ফণিগণকৃতযজ্ঞসূত্র, ধ'রে ভীমবেশ হে॥
অম্বরকৃতচিত্রচর্ম্ম, তব দুরূহ কর্ম্মমর্ম্ম,
নর্ম্মোদ্ধৃত নাগকূর্ম্ম, ধর্ম্ম বর্ম্মরূপ হে।
ভস্মধবলসবলকায়, স্তবনিযুক্তসুরনিকায়,
গৌরীসহ এককায়, দূরীকুরু তাপ হে॥
তুমি দরিদ্রভীতিহর, পাপাচারে শূল ধর,
ভব কৃপালু একবার, ছেদ মোহপাশ হে।
তুমি অনাদি তুমি অনন্ত, কে জানে তোমার অন্ত,
অনন্ত না পান অন্ত, অন্তে হও প্রকাশ হে॥

সমাপ্ত।

---

☞ কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, এই সঙ্গীতাবলীর সুরলয় সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছে।
ইতি সম্পাদক।